হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

29-December-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে হানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ عَشۡراً بِہَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِہَا حَتّٰی یُبَلِّغَنِیۡہَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন আর একজন

ফেরেশতা সেই দরুদে পাককে আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত রয়েছে। **(মুজামুল কবীর, ৮/ ১৩৪, নং: ৭৬১১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আশরায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین যাদেরকে হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবির জীবনি মোবারকের কিছু দিক বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। সৈয়্যদি আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতইনা সুন্দর বলেছেন:

ওয়ো দসো জিনকো জান্নাতকা মুঝদা মিলা,
উস মোবারক জামাআত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ, মাকতাবুল মদিনা, ৩১১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক জীবনির একটি ঘটনা যেই ঘটনা তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহন করার মূল কারণ হয়েছে, সেটি র্বণনা করা হবে। এরপর এ মহান সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম, বংশ, ও উপমা, উপাধি এবং হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কের আলোচনা করা হবে। তারপর তার অবয়ব, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, দানশীলতা এবং আরো কিছু মর্যাদা তুলে ধরা হবে। পরিশেষে তার ইন্তেকালের উত্তম আলোচনা করার পাশা পাশি নক কাটার মাদানী ফুলও বর্ণনা করা হবে, আসুন প্রথমে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

বসরার পাদ্রী ও কুরাইশ বংশীয় ব্যবসায়ী

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গোত্র বনু তামিমের একজন ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরায় গেলেন। যখন বাজারে পৌঁছলেন তখন দেখলেন; একজন পাদ্রী নিজ উপাসনালয়ে (গীর্জা) উপস্থিত লোকদের বলছিলেন: আরব ভূখণ্ড থেকে আগত ঐ সকল সম্মানিত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে একটু জেনে নিন যে, তাদের মধ্যে হতে কেউ কি হেরম (অর্থাৎ মক্কায়ে মুকাররমার) বসবাস কারী আছে? তখন সেই সম্মানিত কুরাইশ বংশীয় ব্যবসায়ী সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন: জ্বী! আমি মক্কার বাসিন্দা। যখন পাদ্রী জানতে পারলো তখন তিনি খুবই আগ্রহের সাথে ঐ কুরাইশ বংশীয় যুবকের কাছে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের অঞ্চলে কি আহমদ নামক কোন ব্যক্তির আগমন ঘটেছে কি? ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করলো: কে সে ব্যক্তি? তখন পাদ্রী আল্লাহ পাকের প্রিয়

নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা কিছুটা এভাবে করলেন: সেই ব্যক্তি হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নয়নের আলো, হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কলিজার টুকরা,তার শুভাগমনের মাস এটাই, তিনি সর্বশেষ নবী ও তার শুভাগমন মক্কার জমিনে হবে, অতঃপর তিনি ঐ জায়গায় হিজরত করবেন যেখানকার যমিন পাথর ও চাষাবাদের অযোগ্য হবে, কিন্তু সেখানে অধিক খেজুরের বাগান হবে, তোমাদের উচিত তাঁর দরবারে দ্রুত উপস্থিত হওয়া।

সেই কুরাইশ বংশীয় ব্যবসায়ী বলেন: পাদ্রীর কথা আমার হৃদয়ে বসে গেলো আর আমি সাথে সাথে সেখান থেকে চলে গেলাম, এমনকি মক্কায়ে মুক্কাররমায় পৌঁছে নিঃশ্বাস নিলাম। মক্কা শরীফ পৌঁছতেই মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন নতুন সংবাদ আছে কি? তখন তারা বললো: হ্যা! মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ যাকে আমরা আল-আমীন হিসেবে জানি তিনি নবুয়তের দাবি করছেন এবং ইবনে আবি কুহাফা (অর্থাৎ আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) তাঁর উপর ঈমান এনেছেন।

বললেন আমি আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপর ঈমান এনেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আর তুমিও চলো তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে দেরী করো না কেননা তিনি সত্যের দাওয়াত দেন। ব্যবসায়ীর অন্তর পাদ্রীর কথায় ইসলামের দিকে ধাবিত হয়ে গেলো। আশিকে আকবর, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নেকীর দাওয়াতে ভরপুর কথা শুনে আরো প্রভাবিত হলেন এবং তিনি পাদ্রীর সব কথাও বলে দিলেন।অতঃপর আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

নিজ গোত্রের সেই যুবককে নিয়ে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বসরার পাদ্রী ও আশিকে আকবরের কথা শুনে প্রভাবিত হওয়া এই কুরাইশী ব্যবসায়ী শেষ পর্যন্ত রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আর যখন তিনি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে পাদ্রীর কথা বর্ণনা করলেন তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেক খুশি হলেন।

(দালায়িলুল নবুয়ত লিল বায়হাকী, ২/ ১৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরাইশের সেই সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ী আর কেউ নন বরং আশরায়ে মুবাশশারার অর্থাৎ দশজন জান্নাতের সু সংবাদ প্রাপ্ত সাহাবাগনের মধ্যে হতে প্রিয় সাহাবী হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছিলেন। আসুন!বরকত ও রহমত লাভের জন্য তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মোবারক জীবনীর কতিপয় দিক সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নাম ও বংশ, উপনাম ও উপাধি:

হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শরহে সুনানে আবি দাউদ এর মধ্যে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বংশের ধারাবাহিকতা এভাবে বর্ণনা করেন: হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বিন উসমান করশী তাইমি মাদানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ, হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্য প্রচারকারী পবিত্র মুখ দ্বারা তাকে اَلۡخَیۡر, اَلۡجُود, اَلۡفَیَّاض, উপাধি দান করেন। যেমনটি হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেই বর্ণনা করেন: উহুদের যুদ্ধের দিন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে طَلۡحَۃُ الۡخَیۡر

www.dawateislami.net

উশাইরার যুদ্ধে طَلۡحَۃُ الۡفَیَّاض ও হুনাইনের যুদ্ধে طَلۡحَۃُ الۡجُوۡد উপাধি দ্বারা আহ্বান করেছেন। **(মুজামুল কবীর, ১/ ১১২, হাদীস: ১৯৭)**

হযরত ইমাম আব্দুর রউফ মুনাভি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে এসব উপাধি দ্বারা আহবান করার কারণ হলো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে দান করতেন। **(ফয়যুল কদির, হাদীসের ব্যখ্যা: ৫২৭৪, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৭)** হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কায়ে মুকাররমার অধিবাসী ছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বনু তামীম গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিলো,তাঁর সাথে হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরও বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে, আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মতো তাঁর বংশীয় ধারা সপ্তম প্রজন্ম (হযরত কাব বিন মুররার প্রতি) হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

(হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, ৯ পৃষ্ঠ)

হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক:

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিলো,আর সেটা এভাবে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বোন হযরত হামনা বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন আর তারা উভয়ই নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফী সায়্যিদা উমায়মা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কন্যা ছিলেন। (এমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভায়রা ভাই (শ্যালিকার স্বামী) ছিলেন।) **(হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, ৩৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

অবয়ব মোবারক

ইমাম হাকিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক অবয়ব এভাবে বর্ণনা করেন: তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রং ছিলো লালচে সাদা, গঠন মাঝারি ধরণের ছিলো, প্রশস্ত বুক আর কাঁধ প্রশস্ত ছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন কোন দিকে ফিরতেন তখন পরিপূর্ণভাবেই ফিরতেন, সুন্দর চেহারায় ছিলো খুব সুন্দর পাতলা নাক,তাঁর পা বড় ছিলো আর অনেক দ্রুতার সাথে চলা-ফেরা করতেন। **(আল মুস্তাদরাক, ৪/৪৪৯)** তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাধারণত উসফুর (হলুদ রঙ্গের একটি টুকরা যা দ্বারা কাপড় রঙ করা হতো) দ্বারা রাঙ্গানো পোষাক পরিধান করতেন। **(আত তবাকাতুল কুবরা লিবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)** হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সকল ছেলের নাম আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর নামে নাম রেখেছেন। **(আত তবাকাতুল কুবরা লিবনে সা'দ, ৩২ নম্বর, আয যুবাইর বিন আওয়াম, ৩য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)** তাঁর এগারোজন ছেলে ও চারজন মেয়ে ছিলো। ছেলেদের নাম নিম্নরুপ: (১) মুহাম্মদ (২) ইমরান (৩) মুসা (৪) ইয়াকুব (৫) ইসমাইল (৬) ইসহাক (৭) যাকারিয়া (৮) ইউসুফ (৯) ঈসা (১০) ইয়াহিয়া (১১) সালেহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ।

ভালো নাম রাখা সন্তানদের হক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইবনে উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনী মোবারক থেকে জানা যায়, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের নামে নিজ সন্তানদের নাম রাখা সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সুন্নাত। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানের ভালো নাম রাখা কারণ এটা তাদের পক্ষ থেকে নিজের সন্তানের জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক উপহার যেটা

সারা বছর নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে রাখে, এমনকি যখন হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে তখন সেই নামে মহান প্রতিপালকের দরবারে আহবান করা হবে। যেমনিভাবে হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের ও তোমাদের নিজের পূর্বপুরুষদের (বাপ-দাদার) নামে আহবান করা হবে,তাই তোমরা ভালো নাম রাখো।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৪৮)

এই হাদীসে পাক থেকে ঐসব লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন যারা নিজ সন্তানের নাম কোন সিনেমার নায়ক, গায়ক, শিল্পী বা আল্লাহর পানাহ অমুসলিমের নামে নাম রেখে দেয়, এর চেয়ে জঘন্য লাঞ্ছনা আর কি হবে যে, মুসলমানের সন্তানকে কাল কিয়ামতের দিন অমুসলিমদের নাম ধরে আহবান করবে।

সাধারণত আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বাচ্চাদের নাম নির্ধারণ করার দায়িত্ব কোন নিকটতম আত্মীয় যেমন দাদী, ফুফী, চাচা ইত্যাদিকে অর্পন করে দেয়া হয়। আর সাধারণত শরয়ী মাসআলা নাজানার কারণে তারা বাচ্চাদের এমন নাম রাখে যেটার কোন অর্থও নেই অথবা ভালো কোন অর্থ হয় না, এমন নাম রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর নাম সমূহ ও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর নামে নাম রাখবেন। যেটার একটি উপকার এটা হবে যে, বাচ্চাদের আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে রুহানী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয়ত এসব নেককার ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে তাদের জীবনে মাদানী প্রভাবও সংগঠিত হবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাচ্চাদের নাম রাখা সম্পর্কে শরয়ী আহকাম জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "নাম রাখনে কি আহকাম" অধ্যয়ন করুন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এই কিতাবে উপকারী তথ্যের সাথে সাথে শেষের দিকে ভালো ভালো নামের তালিকাও দেয়া হয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দানশীলতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজ সন্তানদের ভালো নাম রাখার পাশা-পাশি তাদের ভালো শিক্ষাও দেয়া উচিত, দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত থাকা, অর্থ উপার্জনের আগ্রহে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে তাদেরকে আল্লাহ পাকের ভয় ভীতি ও নবী প্রেমের পাশা-পাশি নেকীর দিকে আগ্রহ ও আখিরাতের চিন্তার বিষন্নতার মন মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিত। আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও প্রিয় বান্দারা বিশেষ করে হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ দুনিয়া ও এর ভালবাসা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও এই মোবারক ব্যক্তিদের মধ্যে হতে একজন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কখনো দুনিয়াতে মন লাগান-নি আর যা উপার্জন করেছেন তা সঞ্চয় করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ পাকের পথে দান করে দিয়েছেন।

বর্ণিত রয়েছে: একবার হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট রাতে হাযরামাউত থেকে সাত লাখ দিরহাম এসে পৌঁছলে তিনি খুব ব্যকুল হয়ে গেলেন। তাঁর সম্মানীত স্ত্রী আরয করলেন: আজ আপনার কি হয়ে গেলো? বললেন: আমি এই কারণে চিন্তিত যে, যে বান্দার রাত আল্লাহ পাকের দরবারে ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হয়, ঘরের মধ্যে এই

পরিমাণ সম্পদের উপস্থিতিতে আজ তার দরবারে কিভাবে উপস্থিত হবো? তখন মাদানী চিন্তার ধারক তাঁর স্ত্রী খুবই আদব সহকারে আরয করলেন: এতে চিন্তিত হওয়ার কি আছে? আপনি আপনার গরীব বন্ধুদের কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন? সকাল হওয়া মাত্রই তাদেরকে ডেকে সমস্ত সম্পদ তাদের মাঝে বন্টন করে দেওয়ার নিয়্যত করে নিন,আর এখন খুব প্রশান্ত মনে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে যান,নেককার স্ত্রীর এ কথা শুনে তাঁর অন্তর খুশিতে ব্যাকুল হয়ে গেলো আর বললেন: আপনি আসলেই নেককার পিতার নেককার কন্যা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জেনে নিন, এই নেককার পিতার নেককার কন্যা আর কেউ নন, বরং আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কন্যা ও চোখের মণি হযরত উম্মে কুলছুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ছিলেন:

অতঃপর সকাল হওয়া মাত্রই হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে সম্পদ বন্টন করা শুরু করে দিলেন এবং এর থেকে কিছু অংশ আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতেও পাঠিয়ে দিলেন। হঠাৎ তাঁর সম্মানীত স্ত্রী উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: হে আবু মুহাম্মদ! এই সম্পদের মধ্যে আমাদের কি কোন অংশ রয়েছে? তিনি বললেন: আপনি কোথায় ছিলেন? ঠিক আছে যেগুলো অবশিষ্ট রয়েছে তা আপনি সব নিয়ে নিন। স্ত্রী বললেন: যখন আমি অবশিষ্ট সম্পদ হিসাব করলাম তখন তা শুধুমাত্র এক হাজার (১০০০) দিরহাম অবশিষ্ট ছিলো।

(সিয়রু আলামিননুবলা, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, ... শেষ, ৩/১৯, নং ৭ সংকলিত)

আল্লাহ পাকের সাথে ব্যবসার উপকারীতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মত যে কেউ আল্লাহ পাকের পথে একনিষ্ঠতা ও ভালো নিয়্যত সহকারে সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর বরকত ও প্রতিদান এবং সাওয়াব দ্বারা ধন্য করেন। যেমন পারা ২ সূরা বাক্বারার আয়াত ২৪৫ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗۤ اَضۡعَافًا کَثِیۡرَۃً ؕ وَ اللّٰہُ یَقۡبِضُ وَ یَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۴۵﴾

(পারা ২ বাক্বারা ২৪৫)

কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ: এমন কেউ আছো, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ দেবে? তবে আল্লাহ তার জন্য অনেক গুণ বর্ধিত করে দেবেন এবং আল্লাহ সংকোচন ও প্রশস্ত করেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ "খাযায়িনুল ইরফান" এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: (আল্লাহ পাক) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাকে উওম কর্জ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, (কেননা) বান্দা তাঁর সৃষ্টি আর বান্দার সম্পদ তাঁরই দানকৃত, প্রকৃত মালিক তিনি। আর বান্দা তাঁর দানক্রমে রূপক মালিক। কিন্তু কর্জ দ্বারা আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে এই (বিষয়) অন্তরে গেঁথে নেয়া উচত যে, যেভাবে কর্জদাতা আত্মবিশ্বাস রাখে যে, এই সম্পদ নষ্ট হবে না সে তা ফেরত পাওয়ার হকদার, এমনিভাবে আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় কারীর আত্মবিশ্বাস রাখা উচিত যে, সে ব্যয় করার প্রতিদান অবশ্যই পাবে ও আরো অনেক বেশী পাবে। **(খাযায়িনুল ইরফান, ২ পারা, বাক্বারা আয়াত: ২৪৫)**

তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৈনিক উপার্জন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের পথে দানকৃত জিনিস কখনো বিফল হয় না, আখিরাতে প্রতিদান ও সাওয়াবের হকদার তো রয়েছে, অনেক সময় দুনিয়াতেও বর্ধিত সহকারে সঙ্গে সঙ্গে এর নিয়ামতের প্রতিদান (উত্তম প্রতিদান) দান করা হয় এবং এটা নিশ্চিত বিষয় যে, আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ কমে যায় না বরং আরো বেড়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সদকা সম্পদে কমতি করে না। **(মুসলিম, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৮)**

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজ প্রতিপালকের পথে যে সম্পদ ব্যয় করেছেন, এর প্রকৃত উপকার তিনি অবশ্যই আখিরাতে পাবেন, কিন্তু দুনিয়াতেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বরকত থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে: হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৈনিক আয় একহাজার দিরহামের অধিক ছিলো। **(আল মুজামুল কাবির, হাদীস: ১৯৬, ১ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সদকা করার দ্বারা কেমন পুরুস্কার পেলেন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দৈনিক আয় একহাজার দিরহাম থেকে বেশী ছিলো আর দান সদকার অবস্থা এমন ছিলো যে, হযরত কাবিসা বিন জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংস্পর্শে ছিলাম, আমি তার চেয়ে অধিক কাউকে দেখি নাই, যে চাওয়া ব্যতিত লোকদের অধিক সম্পদ বন্টন করতেন। **(আল মুজামুল কাবির, হাদীস: ১৯৪, ১/১১১)** আর এটাও বর্ণিত রয়েছে: অনেক সময় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ লোকদের মাঝে এতই সম্পদ বন্টন করতেন যে, নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। তাঁর স্ত্রী হযরত

সু'দা বিনতে আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন: হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন এক লাখ দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলেন এবং সেই দিন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামাযের জন্য মসজিদে যেতে পারলেন না, কেননা তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পোষাক এমন ছিলো না, যেটা পরিধান করে মসজিদে যেতে পারবেন। **(মওছুআ লিইবনিদ দুনিয়া, হাদীস: ৯৭, ৭ খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আত্মত্যাগের আগ্রহও উত্তম ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সকল প্রকার আরাম আয়েশ অপর মুসলমানের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে, ইসলাম আমাদেরকে সহানুভূতির বার্তা দেয়, একারণে তিনি মঙ্গলকামী হয়ে নিজ সত্তার উপর অন্য মুসলমানদের প্রাধান্য দিলেন।

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রসিদ্ধ কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" এর মধ্যে নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে একটি খুব চমৎকার ঘটনা বর্ননা করেন।

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি শায়খ আহমদ হাম্মাদী সারখাসী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে তাঁর তাওবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম: তখন বলতে লাগলেন: একবার আমি আমার উটগুলো নিয়ে "সরখস" থেকে রওয়ানা হলাম। সফরের সময় জঙ্গলে একটি ক্ষুধার্ত বাঘ আমার একটি উটকে আক্রমন করে ফেলে দিলো এবং অতঃপর পাহাড়ের চূড়াই উঠে গর্জন করতে লাগলো, সেটার আওয়াজ শুনতেই অনেক জন্তু একত্রিত হয়ে গেলো। বাঘ নিচে নামলো এবং সে ঐ আঘাত প্রাপ্ত উটকে ক্ষত বিক্ষত করলো কিন্তু নিজে কিছু ভক্ষণ করলো না বরং দ্বিতীয়বার চূড়াই উটে বসলো, আগত জন্তুগুলো উটের উপর ঝাপিয়ে

পড়লো এবং খেয়ে চলে গেলো, অবশিষ্ট মাংস খাওয়ার জন্য বাঘ নিকটে আসলো তখন দূর থেকে একটি খোঁড়া শিয়াল আসতে দেখা গেলো, তখন বাঘ নিজ স্থানে ফিরে গেলো, শিয়াল প্রয়োজন মত খেয়ে যখন চলে গেলো তখন বাঘ সেই মাংস থেকে সামান্য খেয়ে নিলো।

আমি দূর থেকে এসব দেখতে লাগলাম, হঠাৎ বাঘ আমার দিকে তাকালো আর স্পষ্ট ভাষায় বললো: আহমদ! এক লোকমার ইসার (আত্মত্যাগ) তো কুকুরের কাজ,বীরপুরুষ তো সত্যের পথে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করে দেয়।

আমি এই অদ্ভূত ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার সকল গোনাহ থেকে তাওবা করি আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে নিজ প্রতিপালকের দিকে মনোযোগী হয়ে গেলাম। **(কাশফুল মাহজুব, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ক্ষুধার্ত বাঘ নিজ শিকার অন্য প্রাণীকে ইসার (আত্মত্যাগ) করে ক্ষুধা সহ্য করার সর্বোওম উদাহরণ প্রতিষ্টা করেছেন এবং আল্লাহ পাকের দানক্রমে সে বাঘ কেমন সুন্দর উপদেশ দিলেন, “একলোকমার ইসার (আত্মত্যাগ) তো কুকুরের কাজ” পুরুষের উচিত যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়া। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন জিনিসের আকাংখা রাখে, অতঃপর সেই আকাংখাকে দমিয়ে রেখে নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয় তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন।

(ইত্তিহাফুস সাদাত লিযযুবাইদি, ৯/ ৭৭৯)

ইসারের (আত্মত্যাগ) সাওয়াব ফ্রিতে পাওয়ার ব্যবস্থা পত্র:

হায়! আমাদেরও ইসারের সাওয়াব নসিব হতো, যদি খরচ করতে মন না চায় তাহলে খরচ করা ছাড়াও ইসারের অনেক সুযোগ পাওয়া যায়।

www.dawateislami.net

উদাহরণ স্বরূপ কোথাও দাওয়াতে গেলেন সবার জন্য খাবার দেয়া হলো তখন আমরা ভালো মাংসের টুকরা ইত্যাদি এই জন্য উঠাবো না যেনো আমাদের অন্য ভাই সেটা খেয়ে নেয়। গরমে রুমের ভিতর বা সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে মসজিদের মধ্যে অনেক ইসলামী ভাই ঘুমাতে চায়, নিজেই ফ্যানের নিচে দখল করার পরিবর্তে অন্য ইসলামী ভাইকে সুযোগ দিয়ে ইসারের সাওয়াব অর্জন করতে পারবে। অনুরুপ বাস কিংবা ট্রেনের মধ্যে ভীড়ের সময় অন্য ইসলামী ভাইয়কে সম্মানার্তে নিজের সিটে বসিয়ে নিজে দাড়িয়ে, কারে সফর করার সময় আরাম হওয়া সত্ত্বেও অন্য ইসলামী ভাইয়ের জন্য কুরবানি দিয়ে তাকে কারে বসিয়ে আর নিজে পায়ে হেটে বা বাস ইত্যাদিতে সফর করে, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে আরামদায়ক স্থান মিলে যায় তাহলে অন্য ইসলামী ভাইয়ের জন্য স্থান প্রশস্ত করে বা তাকে সে জায়গা দিয়ে, খাবার কম হলো আর আহারকারী বেশি হলে তখন নিজে কম খেয়ে কিংবা একেবারে না খেয়ে আর এভাবে অগনিত সুযোগে নিজের নফসকে একটু কষ্ট দিয়ে ফ্রিতে ইসারের সাওয়াব অর্জন করা যেতে পারে। **(মদীনার মাছ, ২৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৩৯ এর প্রতি উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসারের উৎসাহ পাওয়া ও অন্যান্য নেক আমলের অভ্যাস গড়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন, আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলাতে সফর এবং “নেক আমল” এর পূস্তিকা পুরণ করার অভ্যাস গঠে তুলুন। শায়খে তরীকত আমীরে

আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ৩৯ রয়েছে আপনি কি আজ কিছু সময়ের জন্য "মাদানী চ্যানেল" দেখেছেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! মাদানী চ্যানেল ১০০% ইসলামী চ্যানেল আর এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেকীর দাওয়াত, সুন্নাত ও ফরয উলুম শিখানো হচ্ছে আপনি আপনার ঘরে মাদানী চ্যানেল দেখার অভ্যাস করুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ অনেক কিছু শিখতে পারবেন আর প্রত্যেক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারা দেখার দৃঢ় নিয়্যত করে নিন মাদানী মুযাকারাতে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বিভিন্ন প্রশ্নের হিকমত পূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। মাদানী মুযাকারাতে জ্ঞানের ভান্ডার অর্জন হয় আর অনেক দ্বীনি বিষয় শিখা যায়।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনি আমরা হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইসারের (আত্মত্যাগ) স্পৃহা সম্পর্কে শুনলাম এবং ইসারের সাওয়াব অর্জন করার কিছু নিয়মও শিখলাম। মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ থেকে পাওয়া এই পবিত্র অভ্যাস ও গুণাবলি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষারই প্রতিফলন। সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ অধিকাংশ সময় প্রিয় নবীর শুভদৃষ্টির দর্শনে অনন্দিত ও খুশি হতেন। হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শে থেকে প্রত্যেক বিষয়ে দিক নির্দেশনা নিতেন এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সত্য মুখে প্রদর্শিত বর্ণনা শুনে না শুধুমাত্র নিজে আমল করতেন বরং কম বেশি করা ব্যতিত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লোকদের নিকট পৌঁছাতেন।

যদি কোন বিষয়ে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ হতো, তবে এই শব্দসমূহ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নয় তাহলে কখনো বর্ণনা করতেন না । এই কারণে কতিপয় ঐ সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যারা ইসলামের শুরুতে ঈমান গ্রহন করেছেন এবং হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সঙ্গও লাভ করেছেন, কিন্তু তাদের কাছ থেকে হাদীস কম বর্ণিত হয়েছে।

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেউ সেই মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা, অনেক কম সংখ্যক হাদীসে পাক বর্ণনা করেছেন। যেমনিভাবে হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর সম্পর্কে বলেন: হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বমোট (৩৮টি) হাদীসে পাক বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে হতে ৩টি হাদীস বুখারী শরীফে আর (৪) চারটি মুসলিম শরীফে।

(শরহে আবু দাউদ, লিলআইনী, হাদীস: ৩ খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৬)

এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ও হাদীস বর্ণনা করতে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত ইবনে হাওতাকিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত: হযরত আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে তখন তিনি বললেন: যদি আমার এটা ভয় না থাকতো যে,হাদিসের মধ্যে আমার থেকে হ্রাস বৃদ্ধি না হয়ে যায় তাহলে আমি তোমাদের অবশ্যই হাদীসে মোবারকা বর্ণনা করতাম।

(তবাকাতে কুবরা, ৩/ ২২১)

এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে খরগোশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি হাদীসে কমবেশি হওয়াটা অপছন্দ করি, এজন্য তোমাকে আমি এমন একজন ব্যক্তির কাছে পাঠাচ্ছি যিনি তোমাকে এই বিষয় সম্পর্কে

পথ দেখাবেন, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ ব্যক্তিকে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে পাঠালেন। যখন সে ব্যক্তি তাঁর সাথে এ বিষয় সম্পর্কে কথা বললেন তখন তিনি বললেন: আমরা নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে অমুক অমুক স্থানে ছিলাম তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট একটি খরগোশ উপহার স্বরূপ পাঠানো হয়ে তখন আমরাও এর মাংস আহার করলাম।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৫/ ৫৩৫, হাদীস: ৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাদীস বর্ণনা করা ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অথচ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সফর ও আবাস উভয়ের মধ্যে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীর্ঘদিনের সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি চাইলে নিজেই হাদীসে মোবারকা বর্ণনা করতে পারতেন কিন্তু সাহাবীগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অন্য জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণিত ঘটনা থেকে যেখানে এটা জানা গেলো যে, খরগোশের মাংস খাওয়া সাহাবাগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ থেকে প্রমাণিত। সেখানে এটাও জানা গেলো যে, যদি আমরা কোন বিষয় সঠিকভাবে না জানি অথবা জানা রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে বা আমাদের অবস্থা এমন যে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না, তাহলে প্রশ্নকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন তাকে কোন একজন বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন সুন্নি আলিম বা মুফতি সাহাবের কাছে পাঠিয়ে দিব যাতে সে সঠিক দিক নির্দেশনা পায়। বিশেষ করে কুরআন ও সুন্নাহর আহকামের ব্যাপারে সতর্কতা অনেক জরুরী। নিজে কোন উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আলিম ও মুফতির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিন, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নিজ

অনুমানের ভিত্তিতে যাচাই করা ব্যতিত কাউকে শরয়ী মাসআলা বলার ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করুন। আল্লাহ না করুক ভূল মাসআলা বলে দিলো আর সে এর উপর আমল করে নিলো এমনকি সে তা প্রচারও করলো তখন হতে পারে যে তাদের সকল গুনাহ আমাদের কাধে এসে যাবে।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে চলমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, দিনের পর দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এই সময় দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত মুফতিগণ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণের লিখিত ফতোওয়া,ন্যাসনাল ও ইন্টার ন্যাসনাল ফোন নম্বর, ওয়াটসঅ্যাপ (Whatsapp) ওয়েব সাইট, ই-মেইল, চিঠিপত্রের উত্তর, তরবিয়তি ইজতিমা সমূহ, মাদানী চ্যানেল, মাদানী মিটিং, কিতাব ও পুক্তিকার লেখা ও গবেষণা এবং প্রশ্নকারীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে মুসলমানদের শরয়ী দিক নির্দেশনায় নিযুক্ত রয়েছেন। আসুন! এর কিছু ঝলক শুনি।

اَلۡحَمۡدُلِلّٰہ দারুল ইফতার এগারো (১১) বিভাগ থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৬৫০টি লিখিত ফতোওয়া প্রকাশ করা হয় আর এখনো পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি লিখিত ফতোওয়া প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি মাসে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব-সাইটে বিদ্যমান দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সোর্স এর মাধ্যমে প্রাপ্ত চার হাজার চেয়েও বেশি প্রশ্নের উত্তর (ভয়েস আকারে) এবং দরুল ইফতার ই-মেইল এড্রেস (darulifta@dawateislami.net) এর মাধ্যমে কম বেশি (৮০০) প্রশ্নের উত্তর আর চারটি ন্যাশনাল মোবাইল

নম্বর ও তিনটি ইন্টার ন্যাশনাল নম্বরের মাধ্যমে মুরশিদের দেশ, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, আমেরিকা এবং সারা দেশে মুসলমানদেরকে প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজার এর কাছকাছি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ জমাদিউল উলা হিজরী অনুযায়ী ২ মার্চ ২০১৫ (Whatsapp) নম্বর অন করে দেওয়া হয়েছে। اَلۡحَمۡدُلِلّٰہ প্রথম দিনেই ১৫০০ এরও বেশি মেসেজ এসেছে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আশা আছে: এই প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রতি মাসে হাজার হাজার প্রশ্নকারীকে শরয়ী দিক নির্দেশনা দেয়া হবে এবং প্রতি মাসে দারুল ইফতাতে আগত প্রশ্নকারীদেরকে প্রায় সাড়ে চার হাজার (৪৫০০) এর চেয়েও বেশি মোখিক উত্তর দেয়া হয়। اَلۡحَمۡدُلِلّٰہ দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতিগণ এবং উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অনেক বছর থেকে মাদানী চ্যানেলে সাপ্তাহিক ৮টি অনুষ্ঠান দরুল ইফতা আহলে সুন্নাত (তিনটি ধারাবাহিক) আহকামে তিজারত, ফয়যানে ইলম, ফয়যানে ইসলাম, সুফিবাদের শিক্ষা ইত্যাদি সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া রেকর্ড অনুষ্ঠানও মাদানী চ্যানেলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। দরুল ইফতার ফেইসবুক পেইজ (Facebook Page) ও রয়েছে। যার মধ্যে মাদানী চ্যানেলে অনুষ্ঠিত দারুল ইফতার অনুষ্টানের ক্লিপ, বিভিন্ন বিষয়ে ফতোওয়া এবং বাহারে শরীয়াত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্বাচিত মাসআলা আপলোড (Upload) করা হয়। ফেইসবুক পেইজের (Facebook Page) লিঙ্কটি নিয়ে নিন।
(https://www.facebook.com/DaruliftaAhlesunnat) দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ সাংগঠনিক সমস্যার দিক নির্দেশনার জন্য করাচী ও লাহোরে মাকতাবে ইফতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে,যেখানে দাওয়াতে

ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগে সম্পাদিত দ্বীনি কাজের শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী দিক নির্দেশনা নেয়া হয়।এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে অসংখ্য মসজিদ, নতুন নির্মিত মসজিদ, জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মাদীনা, দারুল মদীনা ও ইজারা শরয়ী বিষয়াবলিও দেখা হয়। মুসলমানদের সম্মুখিন হওয়া নতুন মাসআলা সমূহের সমাধান করার জন্য শরয়ী গবেষণা বিভাগও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেটাতে দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত উলামা ও মুফতিগণ অন্তর্ভূক্ত। আপনার নিকট মাদানী অনুরোধ যে, শরয়ী মাসআলাতে দিক নির্দেশনার জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করুন।

বীরত্বের ৭০টিরও অধিক চিহ্ন:

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ঐসব প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা নিজের প্রাণ ধন-সম্পদ সব কিছু আল্লাহ পাকের পথে উৎসর্গ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য অনেক জায়গায় বীরত্বের নৈপূন্যতা প্রদর্শন করেছেন এবং নিজের প্রাণের পরোওয়া না করে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হিফাযতের উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে মুকাবেলা করেছেন।তাঁর সাহসিকতার আলোচনা করতে গিয়ে আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: উহুদ যুদ্ধে যখন আমরা হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দিকে তাকায়, তখন আমরা দেখলাম, হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হিফাযত করতে গিয়ে তার পবিত্র শরীরে সত্তরটি (৭০) টিরও বেশি ছোট বড় আঘাত লেগেছে আর তার আঙ্গুলও কেটে গিয়েছিলো। **(মারেফাতুস সাহাবা লিবনে নাঈম, ১/ ১১৬, হাদীস:**

৩৬৯) তার বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো। **(তিরমিযী, ৫/ ৪১২)**

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক যুদ্ধে নিজ বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। আর অবশেষে উষ্ট্রীর যুদ্ধের সময় এগারো (১১) জমাদিউস সানি ৩৬ হিজরী (বৃহস্পতিবার) মরওয়ান বিন হেকম তাঁর পায়ে একটি তীর নিক্ষেপ করলো যার ফলে রক্তনালীর রগ মারাত্নকভাবে কেটে গেলো, যখন তাঁর মুখ বন্দ করতো তখন পা ফুলে যেতো আর যদি ছেড়ে দিতো তখন অধিকহারে রক্ত প্রবাহিত হতো। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: এটাকে এ অবস্থাতেই ছেড়ে দিন, এটা আল্লাহ পাকের তীরের মধ্যে হতে একটি তীর, অর্থাৎ আমার শাহাদাত এর সাথেই নির্ধারিত, অতঃপর এর কারণেই ৬০ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহাদাত বরণ করেন।

(ইস্তিয়াব ফি মারিফাতুস সাহাব, ২য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

কারামতে সাহাবা কিতাবের পরিচিতি

মাকতাবাতুল মদীনার আকর্ষনীয় কিতাব "কারামতে সাহাবা" এর মধ্যে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তেকালের পর প্রকাশ হওয়া একটি কারামত লিপিবদ্ধ রয়েছে: আরয করছি; প্রথমে কারামতে সাহাবা এই কিতাবের কিছু পরিচিতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

মাকতাবাতুল মাদীনার এই সুন্দর ও দ্বীনি বিষয়াদীতে ভরপুর কিতাব খলিফা মুফতিয়ে আজম হিন্দ শায়খুল হাদীস: হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর রচিত কিতাব, যেটা ৩৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এই কিতাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর কারামত আলোচনা করার পাশা-পাশি কারামতের পরিচিতি, এর প্রকার সমূহ ও উদাহরণ বর্ণনা করেছেন এবং আশারায়ে মুবাশশারা ও অন্যান্য

সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও এই কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর ইলমি ও গবেষণা বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া আধুনিক যুগের চাহিদা সামনে রেখে এই কিতাবে বিদ্যমান আয়াত সমূহ, হাদীসে মোবারাকা, রেওয়ায়েত ও ফিকহের মাসআলা প্রভৃতির মূল উৎসহ থেকে যতটুকু সম্ভব যাচাই বাচাই ও সঠিক নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট (www.dawateislami.net) থেকেও এই কিতাব পড়তে পারবেন ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন। এই কিতাবের ১১৮ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: শাহাদাতের পর হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বসরার নিকটে দাফন করা হয়েছে। কিন্তু যে স্থানে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবর শরীফ নির্মাণ করা হয়েছিলো তা ছিলো নিম্নভূমি (গভীর)। একারণে কবর মোবারক কখনে কখনো পানিতে ডুবে যেতো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক ব্যক্তিকে বার বার ধারাবাহিকভাবে স্বপ্নে এসে নিজ কবর পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন,অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজ স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন: তখন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে একজন সাহাবি থেকে জায়গা ক্রয় করে তাতে কবর খনন করলেন এবং হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র লাশকে পুরাতন কবর থেকে বের করে সেই কবরে দাফন করে দিলেন। অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পবিত্র শরীর নিরাপদ ও একেবারেই তরতাজা ছিলো।

(উসদুল গাবাহ, তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ আততামিমি, ৩য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন, কাঁচা কবর যেটা পানিতে ডুবে থাকে, এর মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও একজন সাহাবীর শরীর মোবারক নিরাপদ ও তরতাজা রয়েছে তাহলে হযরত আম্বিয়া عَلَيۡهِمُ السَّلَام বিশেষ করে সায়্যিদুল আম্বিয়া, রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের নিরাপত্তা ও মর্যাদার অবস্থা কি হবে আর আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীও বিদ্যমান: اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ **(মিশকাত, ১২১ পৃষ্ঠা)** (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর শরীর ভক্ষণ করা জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছেন) অনুরুপভাবে এই রেওয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, শহীদগণ তাদের প্রকৃত জীবনের পাশাপাশি আপন আপন কবরে জীবিত। কেননা যদি তারা জীবিত না হতেন তাহলে কবরে পানি পূর্ন হওয়াতে তাদের কি কষ্ট হতো? আর এটাও জানা গেলো, শহীদগণ স্বপ্নে এসে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। কেননা আল্লাহ পাক তাদের এই শক্তি দান করেছেন যে, তারা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় নিজ কবর থেকে বের হয়ে জীবিতদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা বলতে পারেন। এখন চিন্তা করুন যে, যখন শহীদগণের এই অবস্থা ও তাদের শরীরের মর্যাদা এরূপ, তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام বিশেষ করে হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শারীরিক জীবন এবং তাঁর প্রভাব, ক্ষমতার কি অবস্থা হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত ও কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসে সেই

(মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৫ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা বৈরুত)

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে নখ কাটার কতিপয় সুন্নাত ও আদব শুনবো:

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তাহলে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। **(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)** হযরত আল্লামা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে আল্লাহ্ পাক তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে তাহলে রহমত আসবে আর গুনাহ দূরীভূত হবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষাণা

নখ কাটার বাকী সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকাতে বর্ণনা করা হবে তাই এগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতী হালকাতে অংশ গ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)